৪৬

স্থান -- বেলুড় মঠ
কাল -- জুন (শেষ সপ্তাহ), ১৯০২

আজ ১৩ আষাঢ়। শিষ্য বালি হইতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মঠে আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্মস্থান। অদ্য সে অফিসের পোশাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্তন করিবার সময় পায় নাই। আসিয়াই স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজী বলিলেন, 'বেশ আছি। (শিষ্যের পোশাক দেখিয়া) তুই কোটপ্যান্ট পরিস, কলার পরিসনি কেন?' ঐ-কথা বলিয়াই নিকটস্থ স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার যে-সব কলার আছে, তা থেকে দুটি কলার একে কাল দিস্‌ তো'। সারদানন্দ-স্বামীও স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোশাক ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া স্বামীজির কাছে আসিল। স্বামীজী তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: আহার, পোশাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতীয়ত্ব - লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না -- অধঃপতনের সূচনাই হয়।

শিষ্য -- মহাশয়, অফিস-অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোশাকাদি না পরিলে চলে না।

স্বামীজী -- তা কে বারণ করছে? অফিস-অঞ্চলে কার্যানুরোধে ঐরূপ পোশাক পরবি বৈকি; কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু হবি -- সেই কোঁচা-ঝুলানো কামিজ-গায়, চাদর কাঁধে। বুঝলি?

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী -- তোরা কেবল শার্ট (কামিজ) পরেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাস্‌ -- ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরূপ পোশাক পরে লোকের বাড়ি যাওয়া ভারি অভদ্রতা -- naked (নেংটো) বলে। শার্টের উপর কোট না পরলে ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকতেই দেবে না। পোশাকের ব্যাপারে তোরা কি ছাই অনুকরণ করতেই শিখেছিস্‌! আজকালকার ছেলেছোকরারা যে-সব পোশাক পরে, তা না এদেশী, না ওদেশী -- এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ!

এইরূপ কথাবার্তার পর স্বামীজী গঙ্গার ধারে একটু পদচারণা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবল শিষ্যই রহিল। শিষ্য সাধন সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামীজীকে বলিবে কিনা, ভাবিতে লাগিল।

স্বামীজী -- কি ভাবছিস্‌? বলেই ফেল্‌ না।

শিষ্য -- (সলজ্জভাবে) মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে, আপনি যদি এমন একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন, যাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া যায়, যাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ হইতে পারি, তবে খুব উপকার হয়। সংসারচক্রে পড়িয়া সাধন-ভজনের সময়ে মন স্থির করিতে পারা ভার।

শিষ্যের ঐরূপ দীনতা-দর্শনে সন্তোষ লাভ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে সস্নেহে বলিলেন, 'খানিক বাদে আমি উপরে যখন একা থাকব, তখন তুই যাস্‌। ঐ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন।'

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজীকে পুনঃপুণঃ প্রনাম করিতে লাগিল। স্বামীজী 'থাক থাক' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়া গেলেন।

শিষ্য ইত্যবসরে নিচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈতমতের বাগ্‌বিতন্ডায় মঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলযোগ দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, 'ওরে, আস্তে আস্তে ইচার কর; অমন চিৎকার করিলে স্বামীজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।' শিষ্য ঐ-কথা শুনিয়া স্থির হইল এবং বিচার সাঙ্গ করিয়া উপরে স্বামীজীর কাছে চলিল।

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল -- স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ আছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির -- যেন 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'। স্বামীজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তি দেখিয়া সে অবাক হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্য হুঁশের কোন চিহ্ন না দেখিয়া নিঃশব্দে ঐ স্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্ধঘন্টা অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যবহারিক জগৎসম্বন্ধীর জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'কখন এখানে এলি?'

শিষ্য -- এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামীজী -- তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল লইয়া আসিল। স্বামীজী একটু জল পান করিয়া গ্লাসটি শিষ্যকে যথাস্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামীজীর কাছে বসিল।

স্বামীজী -- আজ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিষ্য -- মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরূপ ডুবিয়া যায়, তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

স্বামীজী -- তোকে সব উপায় তো পূর্বে বলে দিয়েছু, প্রত্যহ সেই প্রকার ধ্যান করবি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল্‌ দেখি তোর কি ভাল লাগে?

শিষ্য -- মহাশয়, আপনি যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ করিয়া থাকি, তথাপি আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখনও কখনও আবার মনে হয় -- কি হইবে ধ্যান করিয়া? অতএব বোধ হয়, আমার ধ্যান হইবে না, এখন আপনার চিরসামীপ্যি আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বামীজী -- ও-সব weakness-এর (দুর্বলতার) চিহ্ন। সর্বদা নিত্যপ্রত্যক্ষ আত্মার তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা করবি। আত্মদর্শন একবার হলে সব হল -- জন্ম-মৃত্যুর পাশ কেটে চলে যাবি।

শিষ্য -- আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করিয়া দিন। আপনি আজ নিরিবিলি আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমার যাতে মন স্থির হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু করিয়া দিন।

স্বামীজী -- সময় পেলেই ধ্যান করবি। সুষুম্না-পথে মন যদি একবার চলে যায় তো আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে -- বেশি কিছু আর করতে হবে না।

শিষ্য -- আপনি তো কত উৎসাহ দেন। কিন্তু আমার সত্য-বস্তু প্রত্যক্ষ হইবে কি?

স্বামীজী -- হবে বৈকি। আকীট-ব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে -- আর তুই হবিনি? ও-সব weakness (দুর্বলতা) মনেও স্থান দিবিনি।

পরে বলিলেন: শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাঘ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর -- এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।

অতঃপরে প্রসাদের ঘন্টা পড়ায় বলিলেন, যা প্রসাদের ঘন্টা পড়েছে।

শিষ্য স্বামীজীর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া কৃপাভিক্ষা করায় স্বামীজী শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, আমার আশীর্বাদে যদি তোর কোন উপকার হয় তো বলছি -- ভগবান রামকৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।

শিষ্য এইবার আনন্দিত মনে নিচে নামিয়া আসিয়া শিবানন্দ মহারাজকে স্বামীজীর আশীর্বাদের কথা বলিল। স্বামী শিবানন্দ ঐ-কথা শুনিয়া বলিলেন, যাঃ বাঙাল, তোর সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের ফল জানতে পারবি।

আহারান্তে শিষ্য আর সে-রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজী আজ সকাল-সকাল নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে শিষ্যকে কার্যানোরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। সুতরাঘ তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া সে উপরে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, 'এখনি যাবি?'

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী -- আগামী রবিবারে আসবি তো?

শিষ্য -- নিশ্চয়।

স্বামীজী -- তবে আয়; ঐ একখানি চলতি নৌকাও আসছে।

শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে এ-জন্মের মতো বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও জানে না যে, তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে স্থূলশরীরে তাহার এই শেষ[১] দেখা। স্বামীজী তাহাকে প্রসন্নবদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন, 'রবিবারে

[১] ২০ আষাঢ় ৪ জুলাই -- পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামীজী মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন।

আসিস্।' শিষ্যও 'আসিব' বলিয়া নিচে নামিয়া গেল।

স্বামীজী সারদানন্দ তাহাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, 'ওরে কলার দুটো নিয়ে যা। নইলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।' শিষ্য বলিল, 'আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাইব -- আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন।'

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ ঘন্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁহুছিল।